ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

এই গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ নাজায়েজ।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

মূল
মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদ
মুফতি হুমায়ুন কবীর
মুফতি আরিফ ফয়সাল

ভাষা-নিরীক্ষণ
মুফতি হাবীবুল্লাহ সোহাইল রায়পুরী
আবদুল্লাহ আল মুনীর

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
অনুবাদ-সম্পাদক : মুফতি হুমায়ূন কবীর
মুফতি আরিফ ফয়সাল
ভাষা-নিরীক্ষণ : মুফতি হাবীবুল্লাহ সোহাইল রায়পুরী
আবদুল্লাহ আল মুনীর

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৬
ইত্তিহাদ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২২
ষষ্ঠ মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৩
সর্বস্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত

মূল্য : ৪০০ (চারশত) টাকা মাত্র

প্রকাশনায় :
ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
www.ettihadpublication.com
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
ISBN : 978-984-96895-0-8

পাকিস্তান ইসলামাবাদ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী,
অ্যাডভোকেট আনোয়ার আলী সাহেবের

অভিমত

اسلامی معیشت کے بنیادی اصول 'ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি' আশ্চর্যজনক একটি গ্রন্থ। এই বইয়ে ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় এবং প্রতিটি কথা কুরআন-হাদিসের দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে; যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, পরকালের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে, হালাল হারাম পার্থক্য করে দুনিয়াতে চলতে চায়, অবশ্যই সেমতে চলতে পারবে। এভাবে চললে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, মনে এমন প্রশান্তি আসে, যা লক্ষ-কোটি টাকা দিয়েও কেনা সম্ভব নয়।

মানুষ চাইলে নিজেকে হালালের মাধ্যমে পরিচালিত করতে পারে, আবার নিজেকে হারাম পথেও পরিচালিত করতে পারে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনাকৃত হালাল উপায় গ্রহণ করে কেউ নিজের জীবন পরিচালনা করে, তখন সে উক্ত উপার্জন থেকে যা খরচ করবে তা সওয়াবের মধ্যে গণ্য হবে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।

কিন্তু যারা দুনিয়াবি লালসায় পড়ে কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত অর্থনীতি গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করবে এবং অনৈসলামিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে, তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। দুনিয়ার ধন-সম্পদ সাময়িক; কিন্তু ঈমানি দৌলত ও আমলের সম্পদ চিরস্থায়ী ও মঙ্গলজনক, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তাই প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিকে তা খেয়াল করা জরুরি।

যে সমস্ত মূলনীতি নিজ জীবন পরিচালনা করতে একজন মানুষের প্রয়োজন, তার সবই এই গ্রন্থে আলহামদুলিল্লাহ দলিল সহকারে বিদ্যমান। উপার্জনের শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ত ও আমলের কারণে তার পুণ্য ও ফলাফলে সৃষ্ট তারতম্য– এই বই পড়লে মানুষের চোখে উন্মোচিত হবে। সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে; কোন উপার্জন শরিয়ত মোতাবেক, কোন উপার্জন শরিয়তবহির্ভূত, কোন লেনদেনে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট, কোন উপার্জনে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার তাওফিক দিন।

আমার দৃষ্টিতে তাঁর বিরচিত এই বইটি সবার হাতের নাগালে রাখা উচিত, যাতে প্রত্যেকে নিজ জীবনকে শরিয়ত মেনে পরিচালনা করতে পারেন। কেননা মানুষকে মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সকল বস্তুকে তাদের সেবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি তা লাগামহীনভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেননি। কিছু মূলনীতির আলোকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, যা এ পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

কেউ যদি অবৈধ পদ্ধতিতে আরাম-আয়েশ ভোগ করতে চায়, সে যেন পরকালের শাস্তি ও আজাবের কথা স্মরণ করে। আর কেউ যদি ঈমান ও আমলের দৌলত গ্রহণ করে দুনিয়া থেকে যেতে চায়, তার উপার্জন ও আয়-ব্যয় ইসলামি পদ্ধতিতে হওয়া জরুরি।

আমি একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে প্রতিজ্ঞা করছি, ভবিষ্যতে যেন কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বাতিলের পক্ষে ওকালতি না করি। সাধারণত ওকালতির টাকাগুলো সতর্কতাস্বরূপ আমি ভিন্ন ভালো কাজে ব্যয় করি। নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য লেখালেখি ও বিশুদ্ধ পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ নির্ধারণ করে থাকি। আমি সর্বদা দোয়া করি, যেন মহান আল্লাহ আমাকে হালালপন্থায় জীবিকা উপার্জন করার ও যাবতীয় হারাম থেকে বাঁচার তাওফিক দেন।

আমি এ গ্রন্থে ব্যবসার মূলনীতিগুলো পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছি। মাশাআল্লাহ! মুদারাবার বিস্তারিত তথ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ বর্তমানে সুদি ব্যাংক এ সকল ত্রুটিতে ভরা এবং দেশজুড়ে সুদের জোয়ার চলছে। মানুষ সুদি লেনদেনকে কোনো পরওয়াই করছে না। শেয়ার বাজার সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এতে জুয়া সম্পর্কেও বিশেষ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, যা মানুষের জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

মোটকথা, এই মূল্যবান গ্রন্থে বর্তমান যুগের আধুনিক লেনদেন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামি পদ্ধতিতে জীবনোপকরণের জন্য এটি একটি আকরগ্রন্থস্বরূপ। দেশে-বিদেশে এ রকম পুস্তকের চাহিদা প্রকট। মহান আল্লাহ যেন তাঁর এই খেদমত কবুল করেন এবং এর ফায়দা বিশ্বব্যাপী করেন। আমিন।

অ্যাডভোকেট আনোয়ার আলী
১৫ জুমাদাল উলা ১৪১৩

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও পরিচিতি : মুহাম্মাদ আবদুস সালাম।

পিতা : শেখ খলিলুর রহমান।

উপাধী

সাবেক মুফতিয়ে আযম; জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা বানুরিটাউন, করাচি, পাকিস্তান। বর্তমান বিশিষ্ট মুফতি ও মুহাদ্দিস দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। তাঁর বংশপরম্পরা হলো- শেখ মুফতি আবদুস সালাম ইবনে শেখ খলিলুর রহমান ইবনে শেখ আবদুল খালেক ইবনে রওশন আলি জমিদার।

জন্মকাল

তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার নলদিয়া গ্রামে ১৩৬৩ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি দীনদার ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতা উভয়েই অত্যন্ত পরহেজগার, দীনদার ও মুত্তাকি ছিলেন।

শৈশব

তাঁর শৈশবকাল গ্রামেই কাটে। ছোটবেলা থেকেই দীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ তাকে ধর্মীয় জ্ঞানে উচ্চশিক্ষা অর্জনে প্রেরণা যোগায়।

শিক্ষাজীবন

তিনি অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী। সাত বৎসর বয়সে নিজ গ্রামের আজিজিয়া কাসেমিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন ও তিন বছর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তার বাবা প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তাকে স্কুলে ভর্তি করান। কিন্তু তিনি শুরু থেকেই স্কুলের শিক্ষায় অনাগ্রহী হয়ে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেন। পুনরায় মাদরাসায় ভর্তি হতে চাইলে তার পিতার অনুমতি পান না। ফলে তিন-চার বৎসর পিতার সাথে চাষাবাদের কাজ করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে এক মহৎ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর মাঝে ইলম আহরণের প্রবল ইচ্ছা জন্মে। ফলে ১৩৭৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে হুসাইনিয়া এহইয়াউল উলুম বোয়ালিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। তিন বছর পর ১৩৭৮ হিজরি মোতাবেক

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদরাসায় ভর্তি হন। চার বছর পর জিরি মাদরাসায় ভর্তি হয়ে ১৩৮৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে দাওরায়ে হাদিস শেষ করেন। মহান আল্লাহ মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহকে এমন মেধাশক্তি দান করেছিলেন যে, তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম স্থানে উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য, জিরি মাদরাসায় পড়া অবস্থায় তিনি 'জমিয়াতুত তলাবা জিরির' সভাপতি ছিলেন।

উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বিদেশগমন

১৩৮৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জ্ঞান আহরণের প্রবল বাসনায় তিনি পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ দীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া আল্লামা বানুরিটাউন করাচিতে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা সাইয়িদ ইউসুফ বানুরি রহ. এর নিকট দরসে হাদিস লাভ করার জন্য ছুটে যান। সেখানে গিয়ে আল্লামা বানুরি রহ. এর নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বানুরি রহ. বললেন, আপনি তাখাসসুসাতে ভর্তি হয়ে যান। হাদিস তো একবার পড়েছেন, আর পড়ার প্রয়োজন নেই। মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহ বললেন, আমাকে আমার উস্তাদ আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ সন্দীপি রহ. (যিনি শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহ. ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. এর অন্যতম ছাত্র) আপনার নিকট দরসে হাদিস লাভ করার জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমার প্রথমে হাদিস পড়ার ইচ্ছা, তারপর তাখাসসুসাত। আল্লামা বানুরি রহ. বললেন, ঠিক আছে শুরুহাতে আহাদিস (হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থাবলি) ভালো করে অধ্যয়ন করবেন, আর আমার ক্লাসে কখনো অনুপস্থিত থাকবেন না। মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এভাবে আমি ঐ বছর ফাতহুল বারী, ফাতহুল মুলহিম, মাআরিফুস সুনান, বাজলুল মাজহুদ, উমদাতুল কারি ইত্যাদি হাদিস ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোর অধিকাংশ মুতালায়া (অধ্যয়ন) করি। শেষ পর্যায়ে মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহ পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার তত্ত্বাবধানে দাওরায়ে হাদিসের (পাকিস্তান সরকার স্বীকৃত মাস্টার্স সমমান) বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঐ পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বানুরিটাউনে তাখাসসুস ফিল হাদিস ওয়াল ফিকহ

বানুরিটাউনে হাদিসের উপর মাস্টার্স করার পর তিনি তিন মাস তাখাসসুস ফিল হাদিস তথা উচ্চতর উলুমুল হাদিস বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ. সে বছর হজ থেকে আসার পর জামিয়াতে তাখাসসুস ফিল

ফিকহ তথা উচ্চতর ইসলামি আইন গবেষণা বিভাগ চালু করেন এবং তাঁকে এ বিভাগে ভর্তি হতে বলেন। তিনিই ছিলেন উক্ত অনুষদের প্রথম ছাত্র। এভাবে তিনি দু'বছর মেয়াদি (পি.এইচ.ডি) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইফতা দ্বিতীয় বর্ষে লিখিত প্রবন্ধ ও তার মান

বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বানুরি রহ. তাখাসসুস ফিল ফিকহের শেষ তিন মাসে হযরতকে بيع الحقوق فى التجارة الرائجة اليوم و تحقيقها তথা 'প্রচলিত ব্যবসায় স্বত্ব বিক্রি ও একটি তাত্ত্বিক আলোচনা' শিরোনামে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে দেন। প্রবন্ধ লেখার পর তাখাসসুস ফিল ফিকহের দু'জন তত্ত্বাবধায়ক শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ইসহাক সন্ধিলভী ও মুফতি আযম আল্লামা ওলি হাসান টুংকি রহ. মন্তব্য করেন, প্রবন্ধ লেখক মুমতায তথা প্রথম স্থান পাওয়ার যোগ্য। ফলে বিশ্ববরেণ্য হাদিস গবেষক আল্লামা আবদুর রশিদ নোমানি রহ. পূর্ণ যাচাই বাছাইয়ের পর মুমতাজের (ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট) সনদ প্রদান করেন। এছাড়া মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ. নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ সনদ প্রদান করেন। যা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

دار الافتاء جامعة العلوم الاسلامية

٥ باكستان/نيو تاؤن كراتشى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فان الاخ الصالح الاستاذ المفتى عبد السلام بن الشيخ خليل الرحمن المؤقر قد تخرج من الجامعة العلوم الاسلامية من العلوم الاسلامية كالحديث الشريف النبوى على صاحبها الف الف تحية والفقه الاسلامى واصول الفقه واصول الحديث ونال شهادة الفراغ بدرجة ممتاز ثم التحق فى قسم الفقه الاسلامى من التخصصات تحت اشراف جامعة العلوم الاسلامية وطالع كتب الفقه الاسلامى على المذاهب لا سيما الفقه الحنفى من اصوله وفروعه واخيرا كتب مقالة حافلة حول البيوع الرائجة وبيع الحقوق فجد واجتهد تحت اشراف هذا الفقير وهو اهل وجدير لان ينال الدرجة العليا فى تختصص الفقه الاسلامى وكان فراغه من التخصص فى ١٣٩١ وبعد الفراغ منه نصب فى دار الافتاء بجامعة العلوم الاسلامية للافتاء والاجابة عن الاسئلة التى ترد الينا من داخل البلاد وخارجها من البلاد الاسلامية وغير الاسلامية فافتى واجاب اجابات حسنة وهو الى الان فى هذا المنصب الجليل وهو متقن وحاذق فى الافتاء والقضاء وفى اثناء

هذه المدة درس كتب الفقه الاسلامى فى الحنفى والشافعى و بالجملة هو جدير واهل الافتاء والدرس والله حسيبه و عليه التكلان وهو المستعان.

كتبه الفقير الى الله الغنى
ولى حسن التونكى
رئيس دار الافتاء والمشرف للتخصص فى الفقه الاسلامى
بجامعة العلوم الاسلامية وخادم الحديث الشريف فى الجامعة
الثامن عشر من رجب ١٣٩٩ من الهجرة النبوية
على صاحبها الف الف تحية

তাখাসসুস ফিল ফিকহের দুই বছরে তাঁর অধ্যয়নের পরিধি

মুফতি সাহেব রহিমাহুল্লাহ 'দারুল ইফতা'র দুই তত্ত্বাবধায়ক মুফতি আযম আল্লামা ওলি হাসান টুংকি রহ. এবং শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ইসহাক সন্ধিলভী রহ.-এর তত্ত্বাবধানে দারুল ইফতার সম্পূর্ণ নেসাব শেষ করেন। মুফতি আযম আল্লামা ওলি হাসান রহ. এর কাছে الدر المختار شرح عقود رسم المفتى (প্রথম খণ্ড) এবং الاشباه والنظائر (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) হেদায়া هداية জামিয়ার ছাত্রদের সাথে দরসে পড়েন এবং শায়খুল হাদিস আল্লামা ইসহাক সন্দীলভী রহ. এর দরসে حجة الله البالغة পড়েন।

তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, ইফতার নেসাব ব্যতীত ফিকহ ও উসুলে ফিকহের অন্যান্য কিতাবাদীও আমি মুতালায়া করেছিলাম। আল্লাহর রহমতে তখন এতো বেশি মুতালায়া করার তাওফিক হয়েছে যে, ইফতার দু'বছরে প্রায় ৪০ হাজার পৃষ্ঠার বেশি আমার অধ্যয়ন হয়েছে।

বানুরিটাউনে প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস পদলাভ

তাখাসসুস ফিল ফিকহে পারদর্শিতা অর্জন করার পর তিনি বানুরিটাউনে কার্যকরী মুফতি হিসেবে কাজ শুরু করেন। শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের দ্বিতীয় মুফতি আযম আল্লামা মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ. এর অসুস্থতার পর তিনি বানুরিটাউনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মুফতির কাজ আঞ্জাম দেন। মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ. এর ইনতিকালের পর তিনি প্রধান মুফতি হিসেবে নিয়োগ পান। এ ছাড়া তিনি সেখানে দাওরায়ে হাদিসে মুসলিম ও তিরমিযি শরিফের দরস দিতেন এবং চার বছর তিনি এককভাবে পুরো জামিয়া বানুরিটাউনের নাযেমে দারুল ইকামা (ক্যাম্পাস প্রধান

পরিচালক) ছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে থাকাকালীন তিনি করাচির ঐতিহাসিক শাব্বির আহমদ উসমানী রহ. জামে মসজিদের খতিব ছিলেন। প্রতি রমজানে তিনি ঐ মসজিদে তাফসিরুল কুরআনিল কারিমের দরস প্রদান করতেন।

ফাতাওয়া প্রদানে তার অবদান

এ বিষয়ে বানুরিটাউনের ফাজেল ও মুতাখাসসিস নুরুল আলম আরকানি 'মুফতি আযম আল্লামা আবদুস সালাম চাটগামী দামাত বারাকাতুহুম এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' নামক গ্রন্থে লিখেন। মুফতি আযম মৌখিকভাবে এবং টেলিফোনে হাজার হাজার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তার সঠিক সংখ্যা সংরক্ষিত নেই। তবে মুফতি আযমের লিখিত ফাতাওয়াসমগ্র বানুরিটাউনের রেজিস্ট্রি বইতে সংরক্ষিত আছে। যার সংখ্যা হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ। মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহ নিজে লিখেছেন বা অন্যের ফাতাওয়া তাসহিহ তথা বিশুদ্ধ করে স্বাক্ষর করেছেন, সবগুলোই তার রেজিস্ট্রি বইতে আসবে। বানুরিটাউনের দারুল ইফতায় এখন (আজ থেকে ১২ বৎসর পূর্বের কথা) ৬০ খণ্ড সম্বলিত রেজিষ্ট্রি বই সংরক্ষিত আছে। ঐ সময় প্রতিদিন বানুরিটাউনের দারুল ইফতা থেকে ২০ থেকে ৩০ টা ফাতাওয়া লিখিত আকারে বের হতো। মাসে সাড়ে সাতশো আর বছরে ৯ হাজার ফাতাওয়া বের হতো। এমনিভাবে ফাতাওয়ার সংখ্যার আন্দাজ করা যেতে পারে। এ হিসেবে মুফতি আজম রহিমাহুল্লাহর বানুরিটাউনে ৩০ বছর অবস্থানকালে প্রদত্ত ফাতাওয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ লক্ষ। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, ফিকহ ও ফাতাওয়ার সাথে তার সম্পর্ক কতটুকু? জামিয়া বানুরিটাউনের দ্বিতীয় মুহতামিম আল্লামা মুফতি আহমাদুর রহমান বানুরিটাউনের মাসিক পত্রিকা বাইয়্যিনাত এ লিখেন 'এ সময় বানুরিটাউনের দারুল ইফতায় মুফতি আযম আল্লামা ওলি হাসান টুংকি রহ. এর সাথে তিন জন মুফতি সাহেব ফাতাওয়ার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। (১) মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী (২) মুফতি দাউদ সাহেব হাজারভী (৩) মুফতি সাঈদুর রহমান তাওয়ালপুরী। তারা সবাই অত্যন্ত দক্ষ মুফতি, আর মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী সাহেব তো ফাতাওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।'[১]

[১] বাইয়্যিনাত বানুরি রহ. এর জীবনি সংখ্যা, পৃ. নং- ২৪৪।

ঐতিহাসিক জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া

ফাতাওয়ার জগতে তার অনবদ্য ও সাড়াজাগানো গ্রন্থ হলো 'জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'। এ গ্রন্থের লেখক হিসেবে মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহ পুরো মুসলিমবিশ্বে বিশেষত ভারতবর্ষে বেশ সাড়া ফেলেছেন। তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেও স্বীকৃত। স্বপ্নের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এর চেয়ে বড় মাকবুলিয়াতের স্বীকৃতি আর কী হতে পারে! হযরত মাওলানা মুফতি আশেকে ইলাহি বুলন্দশহরী মুহাজেরে মাদানী রহ. এর সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান কাউসার দামাত বারাকাতুহুম (মদিনায় অবস্থানরত) নিজেই বর্ণনা করেন; "আমি ভারত উপমহাদেশের বড় বড় আলেম ও মুফতিদের ফাতাওয়াগ্রন্থ তালখিস (সংক্ষিপ্তকরণ) করে 'জামেউল ফাতাওয়া' নামে একটি ফাতাওয়া গ্রন্থের সংকলন করছি। কয়েক বছর ধরে এর কাজ চলছে। এক রাতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'তোমার জামেউল ফাতাওয়ায় মুফতি আবদুস সালাম চাটগামীর ফাতাওয়াও অন্তর্ভুক্ত করে নাও।' এরপর আমি হযরতুল উস্তাদ মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী রহিমাহুল্লাহর ফাতাওয়াসমূহ (জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া) সংগ্রহ করে নিলাম।" জাওয়াহিরুল ফাতাওয়ার নতুন সংস্করণে এ স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ হযরত মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহর রচনাবলি

ঐতিহাসিক ফাতাওয়া গ্রন্থ ছাড়াও আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি তিনি রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

(১) জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া– ১-৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিতব্য আরও পাঁচটি খণ্ডে সমাপ্ত হবে এই ফাতাওয়া সংকলনটি। এই গ্রন্থটি জটিল সব সমস্যার শরয়ি সমাধানে অন্যতম সহায়ক।

(২) হাদীসভিত্তিক ফাতাওয়া ও মাসাইল– হাদিসের আলোকে যুগ জিজ্ঞাসার শরয়ি সমাধান।

(৩) ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূলনীতি– (ইসলামি মায়িশাত কে বুনিয়াদী উসুল) ইসলামি অর্থনীতির উপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ।

(৪) মানবদেহের শরয়ি বিধান– মানবদেহের ক্রয়-বিক্রয় ও সংযোজনের শরয়ি দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

(৫) মকবুল দুআ– যার মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তের দুআ সমূহ।

(৬) মুরাওয়াজা ইসলামি ব্যাংকারী– শরিয়তের দৃষ্টিতে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার তাত্ত্বিক আলোচনা।

(৭) ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহে নারী অধিকার।

(৮) সন্তান প্রতিপালন : ইসলামি রূপরেখা।

(৯) ইলমের গুরুত্ব ও ফযিলত।

(১০) আহকামে রমজান ও জাকাত।

(১১) ভোটের শরয়ি বিধান।

(১২) আহকামে কুরবানি।

(১৩) হায়াতে শায়খুল কুল। বাংলাদেশে দেওবন্দি ইলমের বীজ বপনকারী, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাথমিক যুগের ছাত্র, দারুল উলুম হাটহাজারীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, শায়খুল কুল আল্লামা আবদুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী রহ. এর সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ জীবনী

(১৪) তাজকিরায়ে মুখলিস। রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. এর খলিফা মুখলিসুর রহমান ডালোকুলী রহ. এর সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ জীবনী।

(১৫) মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য কিছু অনুসরণীয় মূলনীতি।

(১৬) মাকালাতে চাটগামী।

ইলমুল ফিকহে তার সনদসমূহ

১। তিনি জ্ঞানার্জন করেছেন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরি রহ. থেকে, তিনি ইমামুল হাদিস ওয়াল ফিকহ শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী রহ. থেকে। ২। তিনি মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান আল্লামা মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ. থেকে, তিনি আল্লামা ইজাজ আলি দেওবন্দী রহ. থেকে। ৩। তিনি শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. থেকে, তিনি শায়খ ইউসুফ বানুরি থেকে। উল্লেখ্য, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-ও মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহ থেকে ফিকহের সনদ নিয়েছিলেন। ৪। তিনি শায়খুল হাদিস মুফতি মুহাম্মদ ইসহাক সন্দীলভী রহ. থেকে, তিনি হায়দার আলী হাসান টুংকি রহ. থেকে, তিনি আহমদ আলি সাহারানপুরি রহ. থেকে। ৫। তিনি আল্লামা মুফতি

নুরুল হক চাটগামী রহ. থেকে, তিনি আল্লামা এজাজ আলী রহ. ও মুফতি মাহদি হাসান সাহারানপুরি রহ. থেকে, তিনি ইমামুল হিন্দ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে। ৬। তিনি শেখ মুফতি মাহমুদ মুলতানী রহ. থেকে, তিনি শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী হযরত মাদানী ও শায়েখ ফখরুদ্দিন মুহাদ্দিস দেওবন্দি রহ. থেকে। ৭। তিনি মুফতিয়ে আযম আল্লামা মুফতি আহমাদুল হক রহ. থেকে, তিনি মুফতিয়ে আযম ফয়জুল্লাহ রহ. থেকে, তিনি শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. ও শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী রহ. থেকে। ৮। মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. থেকে।

ইলমুল হাদিসে তার সনদসমূহ

ইলমে হাদিস قرأة واجازة তার ২২টিরও অধিক সনদ রয়েছে। যার মধ্যে কতিপয়ের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো-

১। সায়্যিদ ইউসুফ বানুরি রহ. থেকে। ২। পাকিস্তানের দ্বিতীয় মুফতি আযম আল্লামা মুফতি ওলি হাসান টুংকি রহ. থেকে। ৩। শায়খ আবদুল ওয়াদুদ সন্দীপি রহ. থেকে। ৪। শায়খ ইদরিস মিরাঠি রহ. থেকে। ৫। শায়খ ইদরিস কান্দলভী রহ. থেকে। ৬। শায়খ আবদুল ফাতাহ আবু গুদ্দাহ রহ. থেকে। উল্লেখ্য, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-ও হুজুর থেকে হাদিসের সনদ নিয়েছিলেন। ৭। শায়খ শামসুল হক আফগানি রহ. থেকে ৮। শায়খুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া রহ. থেকে। ৯। হাকিমুল ইসলাম কারী তৈয়ব রহ. থেকে। (১০) মুফতিয়ে আযম আল্লামা মুফতি শফি রহ. থেকে। ১১। মুফতি মাহমুদ মুলতানী রহ. থেকে ১২। মুফতিয়ে আযম আল্লামা মুফতি আহমাদুল হক রহ. থেকে। ১৩। শায়খ মোল্লা মাহমুদ কিলকিতি থেকে, তিনি রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে।

যাদের থেকে খেলাফত লাভ করেছেন

তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তিনি হলেন প্রচারবিমুখ প্রখ্যাত বুযুর্গ ও শায়েখে তরিকত। তার সেই রুহানি কামালাত ও বাতেনি উৎকর্ষতা প্রত্যক্ষ করে অনেক বুযুর্গ ও শায়খে তরিকত তাকে খেলাফত-ইজাযত দিয়ে ধন্য করেছেন। যেসব বুযুর্গ ও শায়খে তরিকতের থেকে তিনি খেলাফত পেয়েছেন তারা হলেন–

(১) জানেনিনে রায়পুরী হযরত মাওলানা শেখ শাহ আবদুল আযিয রায়পুরী রহ. খলিফা, শাহ আবদুল কাদের রায়পুরী রহ. থেকে। (২) হযরত মাওলানা শাহ সাঈদ আহমদ রায়পুরী রহ. খলিফা শাহ আবদুল আযিয রায়পুরী রহ. থেকে। (৩) হযরত মাওলানা শাহ ইয়াহইয়া বাওয়ালনগরী রহ. খলিফা শাহ আবদুল

কাদের রায়পুরী রহ. থেকে। (৪) হযরত মাওলানা শাহ সুলতান আহমদ নানুপুরী রহ. খলিফা শাহ মুফতি আযিযুল হক রহ. থেকে। (৫) মুফতিয়ে আযম আল্লামা শাহ আহমদুল হক রহ. খলিফা শায়খুল আরব ওয়াল আযম আল্লামা হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. থেকে।

মুফতি আযমের প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ

পাকিস্তানের মাটিতে দীর্ঘ ৩১ বছর ও বাংলাদেশে দীর্ঘ ১২ বছরের অধ্যাপনার জীবনে হযরত মুফতি আযম রহিমাহুল্লাহর শিষ্যত্বলাভে ধন্য হয়েছেন ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকাসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশ হতে আগত ইলমে দীন পিপাসুরা। যার সংখ্যা হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ হবে। তাদের মধ্য হতে প্রসিদ্ধ কিছু ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত মাওলানা মুফতি আবদুল মাজিদ দীনপুরী দামাত বারাকাতুহুম। (ভারপ্রাপ্ত প্রধান, দারুল ইফতা, বানুরিটাউন, করাচি, পাকিস্তান)।
২. মুফতি আতাউর রহমান রহ.। (সাবেক নাযেমে তালিমাত, বানুরিটাউন, করাচি।)
৩. মুফতি এনামুল হক কাসেমী। (নায়েবে মুফতি, বানুরিটাউন, করাচি।)
৪. মুফতি আসেম। (মুফতি, বানুরিটাউন, করাচি।)
৫. মুফতি শফিক আরেফ। (নায়েবে মুফতি, বানুরিটাউন, করাচি।)
৬. মুফতি তরিকুল ইসলাম। (আশরাফুল মাদারিস, করাচি, পাকিস্তান।)
৭. মুফতি আবু লুবাবা। (দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ নাজিমাবাদ করাচি, পাকিস্তান। (কাশ্মীরী রহ. এর ভাইয়ের ঘরের নাতি)
৮. মাওলানা আবদুল আযিয। (সাহেবজাদা, শহীদ মাওলানা আবদুল্লাহ রহ. সাবেক খতিব, লাল মসজিদ পাকিস্তান)
৯. মুফতি খালেদ মাহমুদ। (সম্পাদক, ইকরা ডায়েজেষ্ট, পাকিস্তান।)
১০. মুফতি নুরুল আলম। (মুফতি, মক্কা মোকাররমা।)
১১. মুফতি আবদুর রহমান কাউসার ইবনে মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরি রহ.। (মদিনা মুনাওয়ারা)
১২. মুফতি ইবরাহিম। (মহাসচিব জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, আফ্রিকা)
১৩. মুফতি রুহুল আমিন। (মুফতি, আমেরিকা)

১৪. মুফতি কেফায়েতুল্লাহ। (শিক্ষক, দারুল উলুম হাটহাজারী)

১৫. মুফতি জসিম উদ্দিন। (শিক্ষক, দারুল উলুম হাটহাজারী)

১৬. মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আবদুল্লাহ।

১৭. মুফতি হিফজুর রহমান (প্রধান- ইফতা বিভাগ, জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।)

১৮. মুফতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক এম,পি।

১৯. মুফতি হাসান। সেক্রেটারী, আল মারকাজুল ইসলামি, ঢাকা।

২০. মুফতি রুহুল আমিন ইবনে শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. (গওহরডাঙ্গা)।

২১. মাওলানা আতাউল্লাহ ইবনে হাফেজ্জী হুজুর রহ.।

২২. মুফতি রুহুল আমিন যশোরী। (জামিয়া রহমানিয়া, ঢাকা।)

২৩. মুফতি আবদুস সালাম। (মুফতি, বসুন্ধরা ঢাকা।)

২৪. মাওলানা নজীর আহমদ। (শিক্ষক, বসুন্ধরা ঢাকা।)

২৫. মুফতি ইবরাহিম (মাতলুব)। (মুহাম্মাদপুর, ঢাকা)

২৬. মাওলানা আবদুল বশর নোমানি। (মুহতামিম, জামিয়াতুল উলুম ইসলামিয়া মিরপুর, ঢাকা।)

২৭. হযরত মাওলানা মুফতি জাফর আহমদ সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। (মুহতামিম, ঢালকানগর মাদরাসা, ঢাকা।)

২৮. মুফতি আবদুল গাফফার। (নাযেমে তালিমাত ও মুহাদ্দিস, ঢালকানগর মাদরাসা, ঢাকা।)

২৯. মুফতি নঈম আহমদ দামাত বারাকাতুহুম। (মুহতামিম, জামিয়া বানুরিয়া, সাইট করাচি, পাকিস্তান।)

৩০. মুফতি মাহমুদুল হাসান। (প্রতিষ্ঠাতা পরিচারক, জামিয়াতুল উলুমুল ইসলামিয়া, তেজগাঁও ঢাকা।)

৩১. মুফতি মাহমুদুল হাসান। (মুহতামিম, মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা, বারিধারা, ঢাকা।)

মুফতি আযম উপাধী

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট মুফতি ও মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ২০০১